স্পট :
লালবাগহাট
রংপুর

‘ক্যায় বাহে আপনি কি মোর গরু কিনবার আইছেন, না মশকরা করবার আইছেন’

লেখা ও ছবি : **শাহিদুজ্জামান মাসুদ**

রাত ১১.০০ : বাসা থেকে বের হয়ে সোজা কল্যাণপুর বাসস্ট্যান্ড। রংপুর যাবার জন্য বিলাসবহুল বাস S.R ট্রাভেলসের কাউন্টারে ভিড় ঠেলে টিকিট কাটবার জন্য ব্যস্ততা। অনেক কথার পর টিকিট পাওয়া গেল রাত ১১.১৫ মিনিটের। এই ১৫ মিনিট গাড়ির জন্য অপেক্ষায় কাউন্টারেই পাতা চেয়ারে বসে টিভি দেখা।

১১.১৫ : অপেক্ষার প্রহর শেষ হতেই গাড়ি এসে ভিড়ল কাউন্টারের পাশে খালি জায়গায়। আমি এবং বন্ধু রায়হান মিলে আমাদের নির্দিষ্ট করা সিটে গিয়ে বসলাম আরাম করে। যেতে হবে অনেক দূর।

১১.২৫ : আমাদের গাড়িতে আরো জনা-কয়েক লোক উঠালো বাসের সুপারভাইজার। কাউন্টার ম্যানেজারের সঙ্গে সুপারভাইজার গাড়ির লোকসংখ্যা অনুযায়ী হিসাব বুঝে নেবার পর গাড়ি আবার চলা শুরু করলো। হঠাৎ বাসের গায়ে বিকট শব্দের আওয়াজ। গাড়ি এবার চলতে লাগলো ধীরে ধীরে। বুঝতে পারছিলাম না কিসের জন্য গাড়ি এতো ধীরে চলছে। শুধু দেখলাম সুপারভাইজার একজনের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিল। এতেই কাজ সমাধা। চলা শুরু করলো গাড়ি ফুল স্পিডে। টিকিট চেকের সময় সুপারভাইজারকে জিজ্ঞেস করায় জানতে পারলাম মালিক পক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত চেন মাস্টার। তারা ঘড়ির কাঁটা অনুসারে আন্তঃনগর বাসের গমনাগমন লক্ষ্য করে। এতে করে দু’চার মিনিট গাড়ি দেরি করলে তাদের হাতে ২০/৫০ টাকা ধরিয়ে দিলেই সব ঝামেলা শেষ হয়ে যায়।

১১.৫৫ : কথা বলতে বলতে এরই মধ্যে

ছাগল বিক্রির অপেক্ষায় বিক্রেতারা

চলে এসেছি সাভার। এক ফাঁকে আবারো আলো আঁধারির মাঝে দেখে নিলাম সাভার স্মৃতিসৌধ। বুক উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ’৭১-এর বীর সন্তানদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে। বীর মুক্তিযোদ্ধা, বীর সন্তান, শহীদ বুদ্ধিজীবী কতো কি-ই না মনে পড়ে স্মৃতিসৌধের সামনে গেলে। কিন্তু তা পশ্চাৎ হলে ভুলে যাই অতীতের বীরগাথার কথা। অকৃতজ্ঞতায় মনটা বিষিয়ে উঠলো এসব কথা মনে পড়ায়।

১২.৩৫ : কালিয়াকৈর তিন মাথা পার হলে টাঙ্গাইল যাবার যে একমাত্র রাস্তা, শুধু টাঙ্গাইল নয় গোটা উত্তরবঙ্গের একমাত্র রাস্তা, সেই রাস্তা দিয়ে দিনের বেলায় যেতেও বোধ হয় গাড়ি চালককে লাইট জ্বালিয়ে গাড়ি চালাতে হবে। রাস্তার এখন বেহাল অবস্থা তা দেখবার যেন কেউ নেই।

৪.০৫ : বগুড়া বগুড়া ডাক শুনে ঘুম ভেঙে যায়। দেখি আমাদের গাড়ির দু’তিনজন ভদ্রলোক বগুড়ায় নামবার জন্য তাড়াহুড়া করছে। তাদের নামার পরই গাড়ি আবার পূর্বের অবস্থায় চলা শুরু করে। বগুড়া একটি অতি পুরাতন শহর। উত্তরবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র এই বগুড়া শহর। এখানে ছোট বড়ো শিল্প কারখানাসহ অনেক শিল্প কারখানাই আছে। বগুড়ার দৈ দেশ বিখ্যাত।

৪.২০ : বগুড়া থেকে মহাস্থানগড় মাত্র ১২ কিঃ মিঃ। মহাস্থানগড় গাড়ি আসার পর বাসের গতি অনেক কমে যায়। বুঝতে পারলাম পীর আউলিয়াদের সম্মান দেখানোর জন্য চালক গতি কমিয়ে দিয়েছে।

৬.২০ : ভোর থেকেই মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টির জন্য আমরা বাসের ভেতরেই বসে ছিলাম। বাস থেকে নেমে সোজা বন্ধুর বাসা মোলাটোল রিকশাযোগে যাই। অনেক দূরের রাস্তা, রিকশা ভাড়া মাত্র ২ টাকা। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করতেই উত্তর জানতে পারি এখানে রিকশা ভাড়া পারিশ্রমিকের চাইতে অনেক কম। বিস্ময় দানা বাঁধে মনে।

হাঁস, মুরগীর পসরা সাজিয়ে ফড়িয়ারা

৯.৩৫ : বিশ্রাম এবং কিছু জলযোগের পর আবার রিকশাযোগে রওয়ানা হলাম তথ্য অফিসের উদ্দেশে। কারণ লালবাগহাট সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানা আবশ্যক।

৯.৪৫ : তথ্য অফিসার সাহেবকে লালবাগহাট সম্বন্ধে কোনো তথ্য কণিকা আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় তিনি কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর পিয়নকে ডেকে তাঁর নিজস্ব আলমারি থেকে বের করতে বললেন রংপুর জেলার গেজেটিয়ার। অনেক খোঁজাখুঁজি করল বেচারা পিয়ন। এক পর্যায়ে অফিসার নিজে গিয়েই বীরদর্পে বের করে আনলেন ১৯৭১ সালের তৈরি ইংরেজি গেজেটিয়ার। আমি অনেকক্ষণ পাতা উল্টিয়ে দেখলাম। এতে অনেক পুরনো সব তথ্য দেয়া আছে, যা বর্তমানের সঙ্গে কোন মিল নেই। এরপর অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনার কাছে যদি গত ১০ বছরের মধ্যে প্রস্তুত করা কোনো গেজেটিয়ার থাকে তাহলে সেটা আমাকে দিতে পারেন দেখবার জন্য। তিনি সবিনয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে না বলে উপদেশ দিলেন, আপনারা যদি এডিসি (রাজস্ব)-এর কাছে যান তাহলে হয়তো পেতে পারেন সদ্য প্রকাশিত গেজেটিয়ার। আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। যে অফিসার কি না বসে আছে গোটা জেলার তথ্য সংক্ষরণ করে নিজ দায়িত্বে রাখার জন্য। অথচ তিনি তথ্যহীন।

১১.০৫ : অফিসের সামনে বসে থাকা পিয়নকে জিজ্ঞাসা করলাম স্যারের সঙ্গে দেখা করবার কথা। তিনি ভেতরে গিয়ে অনুমতি নিয়ে আসবার পর আমরা অফিসের ভেতরে ঢুকলাম। দেখলাম পরিপাটি করে সাজানো অফিস। এক কোনায় একটি সদ্য কেনা কম্পিউটারও আছে, তবে তার কিছু অংশ খোলা এবং কিছু কাগজে মোড়ানো। এডিসি রাজস্বকে লালবাগহাট সম্বন্ধে তথ্য নেয়ার কথা জানালে তিনি সবিনয়ে জানালেন, গেজেটিয়ার বা কোনো তথ্য কণিকা আমার কাছে নেই। তবে আপনারা জেলা প্রশাসক সাহেবের লাইব্রেরিতে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন।

১১.২০ : আমরা এডিসি রাজস্ব-এর কথামতো তিনতলায় গিয়ে লাইব্রেরির কর্তব্যরত ব্যক্তিকে লালবাগহাট সম্বন্ধে কিছু তথ্য দরকার কথাটি বুঝিয়ে বললাম। বলার কিছুক্ষণ পর তিনি লাইব্রেরিতে রক্ষিত বুক শেলফে খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন। অবশেষে বের করে আনলেন ১৯৯০ সালে প্রকাশিত রংপুর জেলার গেজেটিয়ার এবং রংপুর জেলার ইতিহাস বই দুটি। অনেকক্ষণ বই দু’টি উল্টেপাল্টে দেখবার পর সামান্য কিছু তথ্য পেলাম। যা লালবাগহাট সম্বন্ধে আমাকে আরো বেশি উৎসাহিত করলো।

গরুরহাটে দালালদের তৎপরতা

কাঁচা তরকারির দোকান, স্থানীয় দোকানিরা

১.৪৫ : জেলা প্রশাসক অফিস চত্বর থেকে বের হয়ে যাত্রা করলাম লালবাগহাটের উদ্দেশে। পথিমধ্যে দুপুরের খাবারও খেয়ে নিলাম রায়হানের বাসায়। পথে রংপুর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, রংপুর চিড়িয়াখানা রিকশা থেকেই দেখে নিই।

২.১০ : লালবাগহাটের প্রবেশ মুখে এসে রিকশা থামলো। তিনটি রাস্তা তিনদিকে চলে গেছে। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, পূর্বদিকের রাস্তা গিয়ে রংপুর-বগুড়া রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। দক্ষিণ দিকের রাস্তা গেছে কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হয়ে রংপুর ক্যাডেট কলেজের দিকে। পশ্চিমের রাস্তা গেছে লালবাগহাট হয়ে রেলক্রসিংয়ের দিকে। আর উত্তরের রাস্তা ধরে শহর থেকে তো আমরাই আসলাম।

২.২০ : মোড় থেকে আট দশ গজ দূরেই লালবাগহাট। হাঁটা শুরু করলাম হাটের উদ্দেশে। হাটে ঢুকতেই হাতের বাম পাশে গরু-ছাগলের হাট। হাটে গরু উঠেছে প্রচুর। দাম হাঁকছে আকাশছোঁয়া কিন্তু বিক্রি হচ্ছে সমঝোতার মাধ্যমে। আমি কৌতূহলবশত একটি গরুর দাম জিজ্ঞেস করায় বিক্রেতা আমাকে অবাক করে দিয়ে দাম চাইলো মাত্র ৮,০০০ টাকা। তাকে প্রশ্ন করায় সে উত্তর দিল, ক্যায় বাহে আপনি কি মোর গরু কিনবার আইছেন, না মশকরা করবার আইছেন। আমি আর কথা না বাড়িয়ে হাঁটা দিলাম সোজা। এর মধ্যে দেখলাম গরু-ছাগলের হাট সকালের বৃষ্টি হওয়ায় কাদায় মাখামাখি। তা পরিষ্কার করবার জন্য লোক নিয়োজিত থাকলেও লোকের দায়িত্ব খুব কম। এক পাশে দেখলাম ইজারাদারের লোকজন খাতাকলম নিয়ে বসে আছে। কাছে গিয়ে লক্ষ্য করলাম সরকারি হুকুম অনুযায়ী প্রতি গরু অনুযায়ী খাজনা তুলছে অনেক বেশি। কাছে নিয়ে প্রশ্ন করায় বাঁকা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল মফিজ না কি? অনেক টাকা দিয়ে হাট ইজারা নিয়ে আমরা তো কম করেই খাজনা নিচ্ছি। সেখানে আর দেরি না করে চলে গেলাম মাংস বাজারের দিকে।

২.৩০ : মাংস বাজার বেশ জমজমাট। তবে খুবই অপরিচ্ছন্ন। যত্রতত্র গরুর গোবর ছড়ানো। মাংসের দাম জিজ্ঞেস করায় জানতে পারলাম প্রতি কেজি মাংস ৭০ টাকা। দাম বেশিই মনে হলো। মাথার ওপর তাকিয়ে দেখি উপরে টিনের চালা নেই। গরু জবাই করে এনে একটি বাঁশ আড়াআড়ি করে দিয়ে তার ওপরই ঝুলিয়ে রেখেছে গরুর বিভিন্ন অংশ এবং সব গরুই দেশী বলে স্বীকার করলো ক্রেতারাও।

২.৪৫ হাটের ভেতর ঘুরতেই এতোক্ষণে নজরে এলো হাটে তো কোনো ড্রেন নেই। এতো বড় হাট অথচ ময়লা পানি ফেলবার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। কয়েকজন হাটুরেকে ড্রেনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করায় জানতে পারলাম, তাদের মতে, শুনছি অনেক দিন থেকেই হাটে ড্রেন হবে, টেন্ডারও হয়েছে তবে কাজ তো এখনো চোখেই দেখছি না।

৩.০০ : পানির পিপাসা পেয়েছে প্রচন্ড। পানি খাবার জন্য টিউবঅয়েলের খোঁজ করতে করতে হয়রান হয়ে যখন এক তরকারি দোকানিকে জিজ্ঞেস করলাম হাটে কি টিউবঅয়েল নেই। সে সপ্রতিভ উত্তর দিল– না ভাই, হাটের নিজস্ব কোনো টিউবঅয়েল নেই। তবে ঐ যে দেখছেন মসজিদ, ওখানে একটি টিউবঅয়েল আছে, আপনি ওখানে গিয়ে পানি খেতে পারেন। এরই মধ্যে পানি খাবার কথা ভুলে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা তরকারি তাজা রাখবার জন্য আপনারা যে পানি দিচ্ছেন এই পানি আপনারা কোথায় পান। সে একটু নড়েচড়ে বসে উত্তর দিলো– ক্যান ভাই, ঐ যে দেখতাছেন না পুকুর, ওখান থেকে আমরা লোক দিয়ে পানি আনিয়ে নিই। অনুসন্ধানে জানলাম পুকুরটি কারমাইকেল কলেজের সম্পত্তি। মজা পুকুর। চারদিকে লোকজন যত্রতত্র প্রস্রাব করছে, সেই প্রসাবযুক্ত পানি দিয়েই দোকানদার সারছে তার তরিতরকারি তাজা করবার কাজ।

৩.১০ : হাটে ঘুরে দেখলাম একটি প্রস্রাবখানাও নেই। এ নিয়ে নেই কারো মাথাব্যথাও।

মাটির জিনিসের ব্যবহার, এখনও হারিয়ে যায়নি গ্রাম বাংলা থেকে

৩.৩০ : মৃৎশিল্পের অর্থাৎ মাটির তৈরি বিভিন্ন জিনিসের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম লোকজন এখনো মাটির জিনিসপত্র কেনে। এতো আধুনিককাল, আধুনিক অনেক জিনিসপত্রের আবিষ্কার হয়েছে, তারপরও গরিব লোকজন ক্রয় সাধ্যের মধ্যেই পাচ্ছে এসব মাটির জিনিসপত্র। দেখে ভালোই লাগলো এজন্য যে, তাহলে এখনো আমাদের পুরনো ঐতিহ্য হারিয়ে যায়নি। তবে সংকুচিত হয়েছে।

৪.০০ : গোটা হাট ঘুরে দেখলাম, অপরিকল্পিতভাবে যেখানে-সেখানে বসেছে বিভিন্ন পসরা। কোথাও বিক্রি হচ্ছে বাঁশ দিয়ে তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী, কোথাও খাবার দোকান, আবার তারই পাশে বসেছে পান-সুপারি বিক্রেতা। কারো ভেতর কোনো ক্ষোভ নেই। এই অস্বাভাবিকতাকেই তারা স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নিয়ে আসছে দীর্ঘদিন থেকে।

মনটা খারাপ হয়ে গেলো পানির কথা আবার মনে পড়ায়। যে রংপুর শহরের টিউবঅয়েল গোটা বাংলাদেশে চলে, সেই রংপুরেরই লালবাগহাটে একটি টিউবঅয়েলের অভাবে পানি খেতে পারছে না শত শত লোক। কি বিচিত্র আমাদের মানসিকতা।

৪.২৫ গোটা হাট একবার ঘুরে দেখার পর হাটের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে জানার আগ্রহ আরো প্রবল হলো। হাটের ভেতরই কয়েকজন স্থানীয় দোকানদারকে হাট সম্বন্ধে, হাটের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তারা কিছুই বলতে পারে না। লালবাগহাটে গরু, ছাগল, কাঁচা সুপারি, ধান, চালসহ, কাঁচা সব্জি কেনাবেচার জন্য অনেক দূর-দূরান্ত থেকে লোকসমাগম হয়। হাটের ভেতরই একটি হোমিও দোকান দেখে আগ্রহ বেড়ে যায় দোকানির সঙ্গে কথা বলার জন্য। তিনি পরামর্শ দেন লালবাগ শাহী মসজিদের মোতোয়াল্লি আইয়ুব আলী মিয়ার সঙ্গে কথা বলার। তবে সন্ধ্যার আগে তার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না বলেও তিনি জানান। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে।

৪.৪০ : হাট থেকে বেরিয়ে চলে গেলাম কারমাইকেল কলেজ দেখার উদ্দেশ্যে। রংপুরের ঐতিহ্য বহনকারী কারমাইকেল কলেজ দেখে বেশ ভালো লাগলো। চারদিকে নানা ধরনের গাছের সমারোহ যেন সবুজ বেষ্টনি দিয়ে আবদ্ধ করে রেখেছে গোটা কলেজ চত্বরকে।

৫.১০ কারমাইকেল কলেজ থেকে বেরিয়ে রিকশা নিয়ে গেলাম তাজহাট মহারাজার জমিদার বাড়ি দেখার জন্য। জমিদার বাড়ি পৌঁছে মনটা আবার খারাপ হয়ে গেলো। প্রাচীন কৃর্তি অযত্নে, অবহেলায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। যেখানে-সেখানে চড়ে বেড়াচ্ছে গরু-ছাগল। একজন কেয়ারটেকার আছে কিন্তু তাকে পাওয়া যায়নি।

তাজহাট মহারাজ গোপাল লাল রায় এক সময় এলাকার দোর্দন্ড প্রতাপশালী মহারাজা ছিলেন। কালের বিবর্তনে তার সবই এখন স্মৃতি। তাজহাট জমিদার বাড়ির আশপাশে বা দিঘি সংলগ্ন এলাকায় এখন প্রেমিক-প্রেমিকাদের মিলন মেলা বসে। শহর থেকে একটু দূরে হওয়ায় নিরাপদেই সারতে পারে তাদের প্রেমলীলা।

৭.০০ আইয়ুব আলীর ভাতিজা টুকু মিয়ার দোকানে এসে তার কাছে জানা গেল চাচা মিয়া আজ আর দোকানে আসবেন না। অগত্যা তার কাছে আইয়ুব আলীর বাড়ির ঠিকানা নিয়ে রওয়ানা হই তার সঙ্গে কথা বলব বলে।

৮.১০ : ঘুটঘুটে অন্ধকার ভেদ করে রেললাইন ধরে কিছুদূর যাবার পর আইয়ুব আলীর বাড়ি। অনেক ডাকাডাকির পর একজন হ্যারিকেন নিয়ে এসে জানতে চাইলো কার সঙ্গে দেখা করার জন্য এসেছি। আমার উদ্দেশ্যের কথা জানানোর পর সংবাদ বাহক একটু পর এসে জানায়– দাদা নামাজ পড়ছে, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। নামাজ শেষ করেই আপনাদের সঙ্গে কথা বলবে।

মাছ, মাংসের দোকানি- অপেক্ষায় ক্রেতার

৮.৩৫ : নামাজ শেষে আইয়ুব আলী সামনে এলে সালাম দিয়ে নিজের পরিচয় দেয়ার পর রাজি হলেন কথা বলার জন্য। একটি বেঞ্চে আমি বসলাম আর আইয়ুব আলী চেয়ারে বসে শুরু করলেন লালবাগহাটের ইতিহাস। যদিও কিছু শোনা এবং কিছু পড়া, তারপরও আমার রেফারেন্স বইয়ের সঙ্গে মিলে যাওয়ায় শুনতে থাকি তার কথা।

লালবাগহাটের ওপরই প্রতিষ্ঠিত (লালবাগহাট স্থাপিত হবার বহু আগে) লালবাগ শাহী মসজিদ। মসজিদটি স্থাপিত হয় মোঘল আমলে। আনুমানিক ১৬৮০/৯০ খ্রিস্টাব্দের দিকে। সে সময় এ এলাকায় রাজত্ব করতেন মোঘল ফৌজদার ইবাদত খাঁ। ইবাদত খাঁ ছিলেন শায়েস্তা খাঁর পুত্র। ঘোড়াঘাটে মোঘলদের হেডকোয়ার্টার ছিলো। সেখান থেকেই তারা এই অঞ্চলকে শাসন করতেন।

লালবাগ শাহী মসজিদ সে সময় শুধু শাহী মসজিদ নামেই পরিচিত ছিলো। এই মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য লালমাই বিবি নামে এক জমিদার কন্যা তাদের জমিদারির কিছু অংশ মসজিদ পরিচালনা করার জন্য ওয়াকফ করে দেন। মসজিদ স্থাপিত হবারও প্রায় ৩০/৪০ বছর পর লালমাই বিবির দান করা সম্পত্তির ওপর গড়ে ওঠে লালমাই হাট। হাট স্থাপিত হবার পরও এর দক্ষিণ দিকে (বর্তমানে কারমাইকেল কলেজের জায়গা) গভীর ঘন জঙ্গল ছিলো। এই জঙ্গল থেকে মাঝেমধ্যে বাঘ বের হতো।

লোকজন তাই মজা করে লালমাই বিবির লাল এবং বাঘের বাগ থেকে নামকরণ করে লালবাগ। সেই থেকে এই হাটের নাম হয়ে আছে লালবাগহাট। কথায় কথায় অনেক রাত হয়েছে বলায় আইয়ুব আলী তাৎক্ষণিকভাবে চা-নাস্তার ব্যবস্থা করে খাওয়ার অনুরোধ জানান। আইয়ুব আলীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওয়ানা হই রংপুর শহরের উদ্দেশে।

১১.১০ : রায়হানের বাসায় হাল্কা খেয়ে ওর বাবা-মার কাছে থেকে বিদায় নিয়ে রিকশায় উঠি বাসস্ট্যান্ডে আসার লক্ষ্যে। রিকশায় ওঠার পর আবার ঝমঝম করে শুরু হয় বৃষ্টি।

১১.২০ : বাসস্ট্যান্ডে আবার টিকিট কাটার ব্যস্ততা। এবার ঢাকায় আসার জন্য। টিকিট পেলাম রাত ১১.৩০ মিনিটের গাড়ির। অপেক্ষা করতে হলো পুরো ১০ মিনিট।

১১.৩০ : বাস চলা শুরু করেছে। পেছনে ফেলে আসা সারা দিনের কর্মব্যস্ততা এবং নতুন নতুন তথ্য জানার জন্য ভুলে গেলাম সব ক্লান্তি। কখন যে ঢাকায় এসেছি টেরই পেলাম না। চোখ মেলে বাইরে তাকিয়ে দেখি পূর্ব আকাশ রক্তিম করে সূর্য উঠেছে। দিনের শুরুটা ভালো হবে বলেই জানান দেয় শুভ সকাল।